KOBITAR CLASS
AHBNG- 402/C- 9

BABORER PRARTHONA

—— SHANKHO GHOSH

Dr. SOUMYABRATA BANDOPADHAYA
Assistant Professor
Dept. of Bengali
Saltora Netaji Centenary College
Bankura University

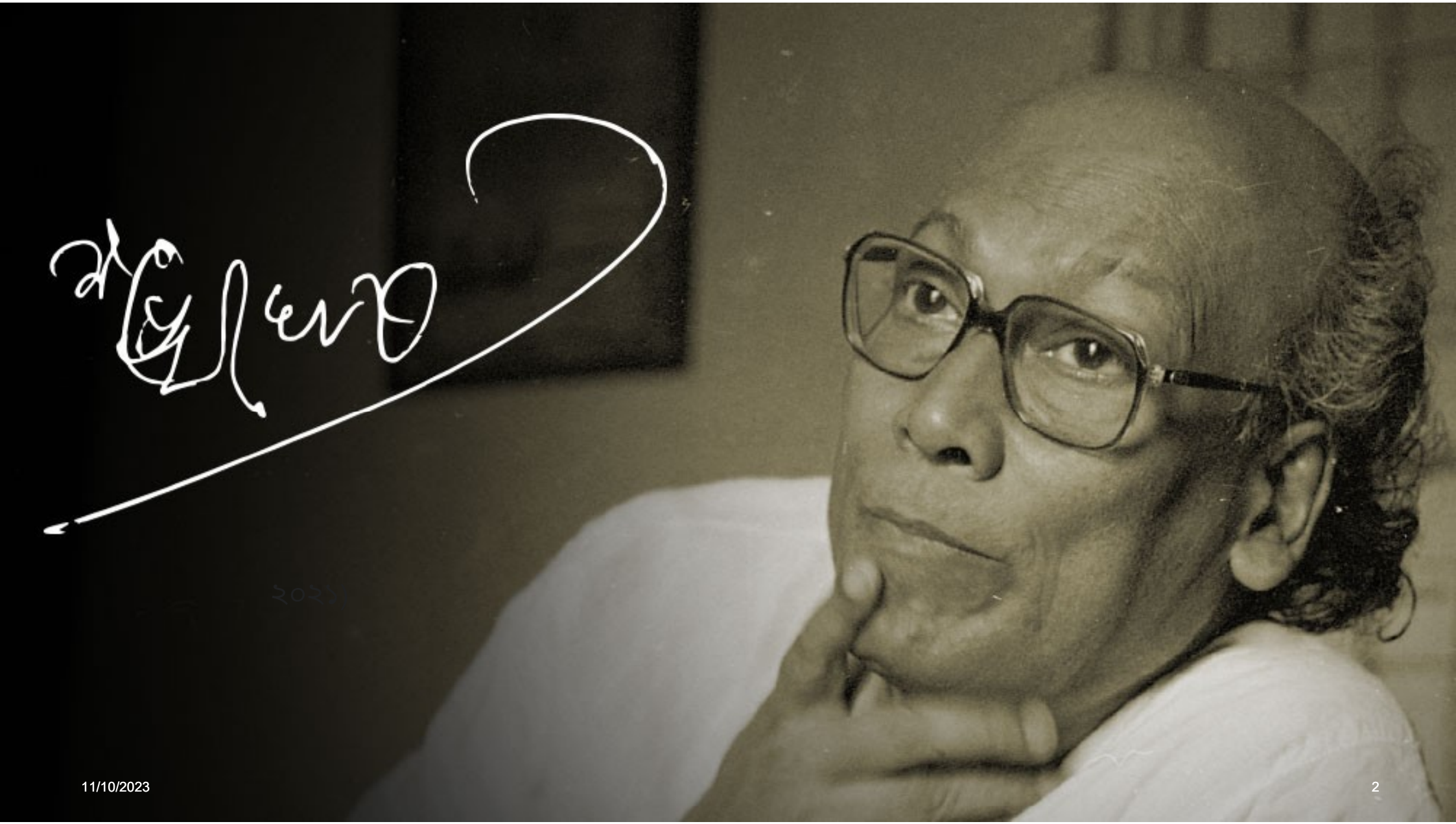

শঙ্খ ঘোষ
(জন্ম – ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২
মৃত্যু – ২১ এপ্রিল ২০২১)

মূল কাব্যগ্রন্থ
'বাবরের প্রার্থনা' (১৯৭৬)

'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থের জন্য শঙ্খ ঘোষ
' সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার ' লাভ করেন
১৯৭৭ সালে।

শঙ্খ ঘোষ

কবিতার মুহূর্ত

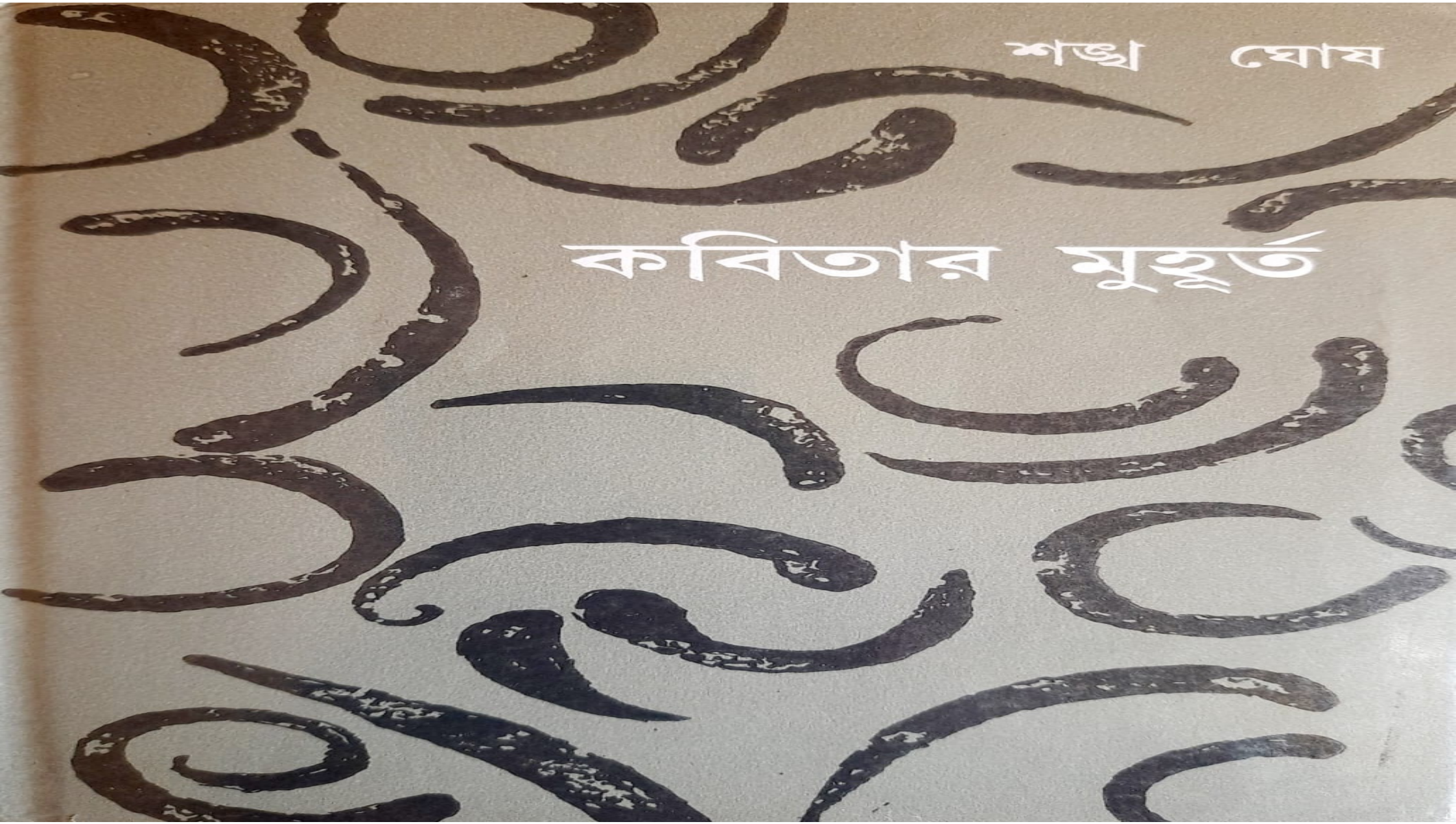

কবিতার মুহূর্ত
শঙ্খ ঘোষ

বাবরের প্রার্থনা কবিতা লেখার ইতিহাস
পর্ব- ১

শেষ হয়ে আসছে ১৯৭৪।

বড়ো মেয়েটি বেশ অসুস্থ তখন, ডাক্তারেরা ভালো ধরতে পারছেন না রোগটা ঠিক কোথায়। শুয়ে আছে অনেকদিন, মুখের লাবণ্য যাচ্ছে মিলিয়ে। অথচ তখন তার ফুটে উঠবার বয়স।

মন্থর হয়ে আছে মনটা।

ঘুরে বেড়াচ্ছি একদিন যাদবপুরের ক্যাম্পাসের মধ্যে, দিনের ক্লাস আর সন্ধ্যার ক্লাসের সন্ধিমুখে মাঝখানে অনিশ্চিত ফাঁকা বিকেল, বন্ধুরা কেউ সঙ্গে নেই সেদিন। পশ্চিম থেকে পুবে, রাস্তার ওপর পায়চারি করতে করতে ঘরের ছবির সঙ্গে মনে ভিড় করে আসে ক্যাম্পাসেরও পুরোনো অনেক ছবি। দু-একটি ছেলেমেয়ে কখনো-কখনো পাশ দিয়ে চলে যায়, তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় : কদিন আগেও এখানে যত প্রখরতা ঝলসে উঠত নানা সময়ে, তা যেন একটু স্তম্ভিত হয়ে আছে আজ। কেবল যে এখানেই তা তো নয়, গোটা দেশ জুড়েই। সে কি খুব শান্তির সময় ছিল? একেবারেই নয়। সংঘর্ষ অশান্তিতেই বরং ভরে ছিল দিনগুলি। এই পথ ওই মাঠ, এর প্রতিটি বিন্দু তার কোনো-না-কোনো উন্মাদনার চিহ্ন ধরে আছে, ভুলের লাঞ্ছনার আত্মক্ষয়ের, কিন্তু সেইসঙ্গে কিছু স্বপ্নেরও কিছু জীবনেরও। আজ প্রশমিত হয়ে আছে সব। কিছু-একটা হবার কথা ছিল, অলক্ষ্য কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু হলো না ঠিক, হয়ে উঠল না।

বাবরের প্রার্থনা কবিতা লেখার ইতিহাস

পর্ব - ২

কিন্তু কেন হলো না? আমরাই কি দায়ী নই? কিছু কি করেছি আমরা? করতে পেরেছি? আমাদের অল্পবয়স থেকে সমস্তটা সময় স্তূপ হয়ে ঘিরে ধরতে থাকে মাথা। ফিরে আসে মেয়ের মুখ। মনে পড়ে আমার নিষ্ক্রিয়তার কথা। তাকিয়ে দেখি কলেজ প্রাঙ্গণ, ফাঁকা। হাঁটতে ইটিতে পুবের শেষ প্রান্তে গিয়ে পশ্চিমমুখে ফিরেছি আবার, চোখ পড়ে আকাশে। সূর্য আড়াল হয়ে যাবে আর অল্প পরেই। হঠাৎ একেবারে হঠাৎ তখন মনে হলো মাটির ওপর জানু পেতে বসে পড়ি একবার এই সূর্যের সামনে, কেউ তো নেই কোথাও! যেন সমস্ত শরীর ভরে উদ্‌গত হয়ে উঠতে চায় অতল থেকে কোনো প্রার্থনা, সকলের জন্য। মনে এল নামাজের ছবি। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে এল ইতিহাসের পুরোনো সেই গল্প, রুগ্‌ণ হুমায়ুনকে ঘিরে ঘিরে বাবরের প্রার্থনা। মন্থরতার ভিতর থেকে তখন উঠে আসতে চায় কতগুলি শব্দ । এই তো জানু পেতে; এই তো জানু পেতে-

পথ ছেড়ে দ্রুত পায়ে উঠে আমি সিঁড়ি বেয়ে, তিনতলার ঘরে। দিন আর রাত্রির মাঝখানে অল্পসময়ের জন্য পরিত্যক্ত করিডর, তার শেষ প্রান্তে আচ্ছন্ন একলা ঘর। টেবিলের সামনে এসে বসি। মনে হয় একটা লেখা হবে।

শঙ্খ ঘোষ

বাবরের প্রার্থনা

১৯৭৭–এর
অকাদেমী পুরস্কার প্রাপ্ত

বিশ শতকের সাতের দশকে সংঘটিত নকশাল আন্দোলন নির্মম ভাবে দমন করে রাজ্য সরকার। অগণিত তরুণ প্রাণ হারান। তরুণদের স্বপ্নেরও মৃত্যু ঘটে।

১৯৭৫ এ জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে শিল্পী সাহিত্যিকদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়।

বাস্তবে
বড় মেয়ের কঠিন অসুখ

স্মৃতিতে
অসুস্থ পুত্র হুমায়ুনের জন্য
পিতা বাবরের প্রার্থনা

বাবরের প্রার্থনা

শঙ্খ ঘোষ

প্রথম স্তবক

এই তো জানু খেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত–
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

দ্বিতীয় স্তবক

কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন
কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয়!
চোখের কোণে এই সমূহ পরাভব
বিষয়ে ফুসফুস ধমনী শিরা!

তৃতীয় স্তবক

জাগাও শহরের প্রান্তে প্রান্তরে
ধূসর শূন্যের আজান গান;
পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

চতুর্থ স্তবক

নাকি এ শরীরের পাপের বীজাণুতে
কোনোই ত্রান নেই ভবিষ্যের?
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে মৃত্যু
ডেকে আনি নিজের ঘরে?

পঞ্চম স্তবক

নাকি এ প্রাসাদের আলোর ঝলসানি
পুড়িয়ে দেয় সব হৃদয় হাড়
এবং শরীরের ভিতরে বাসা গড়ে
লক্ষ নির্বোধ পতঙ্গের?

ষষ্ঠ তথা শেষ স্তবক

আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেবে?
ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

১৯৭৭ সালে এই
'বাবরের প্রার্থনা'
কাব্যগ্রন্থের জন্য
শঙ্খ ঘোষ সাহিত্য
একাডেমি পুরস্কার
পান

১) আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে
(ভারতচন্দ্র)

২) এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে
যাব আমি,
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ়
অঙ্গীকার।
(সুকান্ত ভট্টাচার্য)

ধন্যবাদ